# হিউমের মতে ধরণার উৎপত্তি (Origin of Concepts according to Hume)

৩। ধারণার উৎপত্তি (Origin of Ideas) :

লকের মতন হিউমও মনে করেন যে চিন্তার বা মনের সব উপকরণই আসে অভিজ্ঞতা থেকে। তবে এই ব্যাপারে হিউম লকের পরিভাষা থেকে ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। লক মনে করেন, আমাদের চিন্তার উপকরণ হল ধারণা। হিউমের মতে আমাদের চিন্তার উপকরণ ধারণা নয়, প্রত্যক্ষণ (perception)।[1] সব প্রত্যক্ষণকেই দু' শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—ইন্দ্রিয়জ (impression) এবং ধারণা (idea)। হিউমের মতে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই আসে ইন্দ্রিয়জ (impression) এবং ধারণা থেকে। ইন্দ্রিয়জ বলতে হিউম বাহ্য এবং আন্তর সংবেদনকে (external and internal sensation) বুঝেছেন। ইন্দ্রিয়জ হল অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ উপাত্ত (immediate data of experience)। এই ইন্দ্রিয়জ সজীব ও স্পষ্ট এবং ইন্দ্রিয়জের অস্পষ্ট ও ক্ষীণ রূপ হল ধারণা। ইন্দ্রিয়জ থেকেই ধারণার উৎপত্তি। প্রত্যেকটি ধারণা হল একটি ইন্দ্রিয়জের অনুলিপি বা তার ক্ষীণ প্রতিরূপ (copies or faint images)। কোন লোক একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ

প্রত্যক্ষণ দু' প্রকার—ইন্দ্রিয়জ এবং ধারণা

or faint images)। কোন লোক একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। প্রাকৃতিক দৃশ্যটির যে ছাপ তার মনে মুদ্রিত হল, তার মানস বা স্মৃতি-প্রতিরূপ হল ধারণা (idea)। হিউম বলেন, "ইন্দ্রিয়জ বলতে আমি বুঝি আমাদের সব সজীবতর প্রত্যক্ষণ, যখন আমরা শুনি, দেখি, অনুভব করি, কামনা করি বা সংকল্প করি। ধারণা হল কম সজীব প্রত্যক্ষণ, যার সম্পর্কে আমরা যখন উপরিউক্ত সংবেদনের কোন একটি সম্পর্কে চিন্তা করি তখন সচেতন হই।"[2] হিউম তাঁর 'Treatise'-এ ইন্দ্রিয়জের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—'যে-সব প্রত্যক্ষণ সব চেয়ে বেশী শক্তি এবং তীব্রতা নিয়ে মনেতে প্রবেশ করে, তাদের আমরা নাম দিতে পারি ইন্দ্রিয়জ এবং আমাদের সব সংবেদন, কামনা ও আবেগকে, যখন মনে তাদের প্রথম

ইন্দ্রিয়জ হল বাহ্য ও আন্তর সংবেদন

ধারণা

ইন্দ্রিয়জের ক্ষীণ ও অস্পষ্ট মানসরূপ

Theory of Understanding গ্রন্থে

আবির্ভাব ঘটে, এই নামের অন্তর্ভুক্ত করি।[1] হিউম শক্তি ও স্পষ্টতার মাত্রার (degree of force and liveliness) ভিত্তিতেই ইন্দ্রিয়জ এবং ধারণার মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ করেছেন। ধারণার তুলনায় ইন্দ্রিয়জ অধিকতর সজীব, স্পষ্ট ও শক্তিশালী। নিদ্রা, জ্বর, উন্মত্ততা বা কোন প্রচণ্ড আবেগের সময় আমাদের ধারণা স্পষ্টতার দিক থেকে ইন্দ্রিয়জের কাছাকাছি যেতে পারে, আবার সময় সময় আমাদের ইন্দ্রিয় এতই ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয় যে তাদের ধারণা থেকে পৃথক করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। ধারণা ইন্দ্রিয়জের সমতুল্য হতে পারে না। বাস্তবে প্রচণ্ড উত্তাপের বেদনা এবং পরে সেই বেদনার স্মৃতির মধ্যে যে পার্থক্য তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। সবচেয়ে সজীব ধারণাও সবচেয়ে নিস্তেজ সংবেদনের তুলনায় নিকৃষ্ট।[2] সেই কারণে ইন্দ্রিয়জ এবং ধারণার মধ্যে শুধুমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য বর্তমান থাকলেও একটিকে অন্যটি বলে ভুল করার উপায় নেই। হিউম যে ভাবে ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে মনে হয় ধারণা হল মানসিক প্রতিরূপ (mental images) এবং সেহেতু তারা অনিবার্যভাবে যে ব্যক্তির ধারণা তার নিজস্ব বা ব্যক্তিগত বিষয়। যুক্তিযুক্তভাবে তারা সাধারণের পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু হতে পারে না।

বাহ্য ইন্দ্রিয়জ (outward impression) বা সংবেদন, অজ্ঞাত কারণ থেকে মনে উৎপন্ন হয়; আন্তর ইন্দ্রিয়জ (inward impressions) প্রায়ই ধারণার দ্বারা উৎপন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন উত্তাপ বা শৈত্য, সুখ বা দুঃখের ইন্দ্রিয়জের একটা ধারণা আমার মনে আছে। এই ধারণা থেকে নতুন ইন্দ্রিয়জ, যেমন—কামনা, বীতরাগ (aversion), আশা, ভয় প্রভৃতি উৎপন্ন হতে পারে—এগুলি হল আন্তর ইন্দ্রিয়জ বা আন্তর সংবেদন। স্মৃতি এবং কল্পনা আবার এগুলিকে নকল করতে পারে এবং এগুলি ধারণায় পরিণত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যদিও অন্তর্দর্শনের ইন্দ্রিয়জ (impressions of reflection) সংবেদনের ধারণার (ideas of sensation) পরে আসে, তারা তাদের অনুরূপ অন্তর্দর্শনের ধারণার (ideas of reflection) পূর্ববর্তী। সময়ের দিক থেকে অন্তর্দর্শনের ইন্দ্রিয়জ সংবেদনের ইন্দ্রিয়জের পরে আসে এবং সেই কারণে তারা গৌণ (secondary) এবং অপরোদ্ভূত (derivative)। যে জন্য তাদের ধারণা (ideas) বলা হয় না তার কারণ হল, তারা মৌলিক ঘটনা (original facts) এবং বাস্তব বিষয় (realities), স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তারা অন্য আবেগ, ইচ্ছা ও ক্রিয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নির্দেশ করে না। অন্তর্দর্শনের

সংবেদনের ইন্দ্রিয়জ এবং অন্তর্দর্শনের ইন্দ্রিয়জ

ইন্দ্রিয়জকে যথাযথভাবেই ইন্দ্রিয়জ বলে অভিহিত করা হয় কারণ তারা মৌলিক অস্তিত্বশীল বিষয়, অনুলিপি (copy) নয়।

**সংবেদনের ইন্দ্রিয়জ** (impressions of sensation) **দু' অর্থে মৌলিক :** **প্রথমতঃ**, প্রত্যক্ষণের অন্যান্য উপজাতির তুলনায় সময়ের বিচারে তারা সকল সময়ই আগে ঘটে, **দ্বিতীয়তঃ**, তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্তর্দর্শনের ইন্দ্রিয়জ (impressions of reflection) দ্বিতীয় অর্থে মৌলিক, প্রথম অর্থে নয়। মৌলিক ধারণার (simple ideas) কারণ যেমন জ্ঞাত, এদের কারণও তেমনি জ্ঞাত ; কিন্তু মৌলিক ধারণার সঙ্গে তাদের অসাদৃশ্য হল মৌলিক ধারণা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় ; কিন্তু অন্তর্দর্শনের ইন্দ্রিয়জ স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রতিনিধিমূলক নয়। যে সজীবতা ও স্পষ্টতা সব ইন্দ্রিয়জের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তারা তার অধিকারী।

সংবেদনের ইন্দ্রিয়জ

মোট কথা, **ইন্দ্রিয়জ ধারণার পূর্ববর্তী**। হিউমের মতে ধারণা মৌলিকই হোক বা যৌগিকই হোক, হয় পরোক্ষভাবে বা অপরোক্ষভাবে সংবেদনের ইন্দ্রিয়জের অনুলিপি (copied either mediately or immediately from impressions of sense)। ইন্দ্রিয়জ থেকেই আমাদের সব জ্ঞান উদ্ভূত হয়। ইন্দ্রিয় এবং অভিজ্ঞতা আমাদের যে-সব উপকরণ দেয়, সেগুলিকে যুক্ত করে, পরিবর্তিত করে, বাড়িয়ে-কমিয়ে জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। ইন্দ্রিয়জগুলির সংমিশ্রণ ও সংগঠন মন এবং ইচ্ছার কার্য। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি ধারণা অনুরূপ ইন্দ্রিয়জের অনুলিপি বা নকল। যেখানে ইন্দ্রিয়জ নেই, সেখানে ধারণা থাকতে পারে না। এজন্য অন্ধ লোকের বর্ণ সম্পর্কে এবং

যেখানে ইন্দ্রিয়জ নেই, সেখানে ধারণা থাকতে পারে না

ইন্দ্রিয়জ নেই, সেখানে ধারণা থাকতে পারে না। এজন্য অন্ধ লোকের বর্ণ সম্পর্কে এবং বধিরের শব্দ সম্পর্কে কোন ধারণা থাকতে পারে না। হিউম অবশ্য এই নিয়মের একটি ব্যতিক্রম স্বীকার করেন। কোন ব্যক্তি একটি ছাড়া নীল রঙের সবকটি মাত্রার সঙ্গে পরিচিত। যদি সেই ব্যক্তির কাছে, নীল রঙের বিভিন্ন মাত্রাগুলিকে খুব গভীর থেকে ক্রমশঃ ফিকে হয়ে এসেছে—এই ক্রম অনুসারে সাজান অবস্থায় উপস্থাপিত করা হয় এবং যে নীল রঙের মাত্রাটির সঙ্গে সে অপরিচিত সেটি ঐ ক্রমে বাদ থেকে যায়, তাহলে শুধুমাত্র কল্পনার সাহায্যে ঐ অনুপস্থিত রঙের মাত্রাটির ধারণা সে করতে পারে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মৌলিক ধারণা সব সময় অনুরূপ ইন্দ্রিয়জ থেকে উদ্ভূত হয় না। তবে হিউমের মতে এই ব্যতিক্রমের জন্য ইন্দ্রিয়জ ও ধারণা সম্বন্ধে নিয়মের কোন পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই।

একটি ব্যতিক্রম

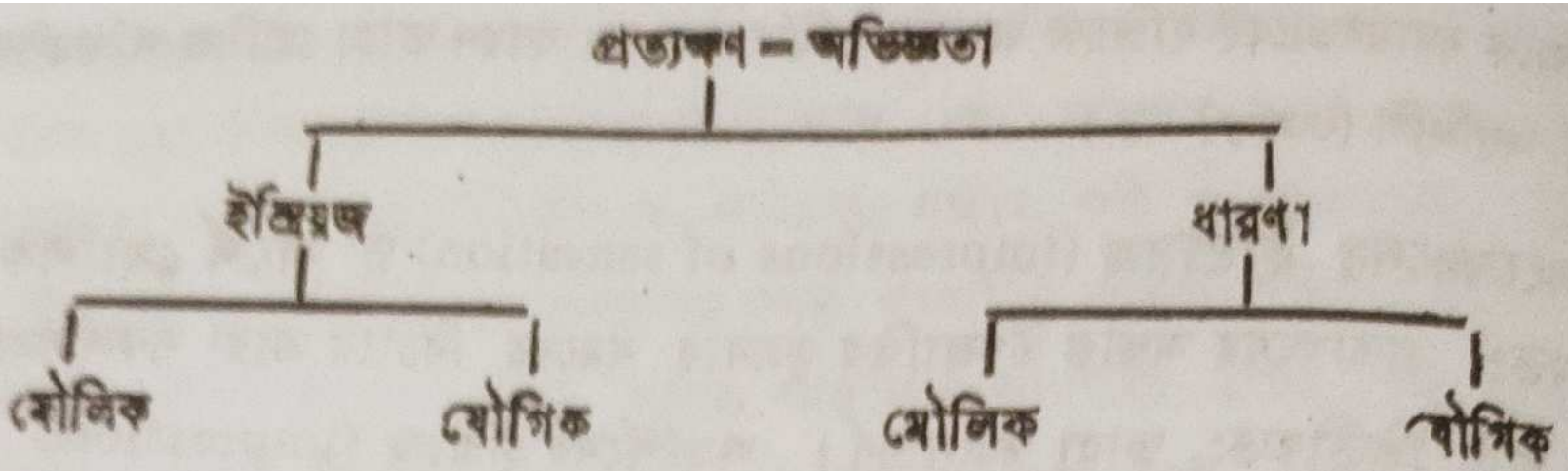


ইন্দ্রিয়জ এবং ধারণা, উভয়ই মৌলিক (simple) এবং যৌগিক (complex) হতে পারে।[1] যদি কোন ব্যক্তি কোন বর্ণ প্রত্যক্ষ করে বা কোন শব্দ শোনে তাহলে তার সেই প্রত্যক্ষ হবে মৌলিক ইন্দ্রিয়জ (simple impression)। যদি সেই ব্যক্তি এর কোনটিকেই পরে স্মৃতিতে পুনরুৎপাদিত করে, তাহলে সেই প্রত্যক্ষণ হবে মৌলিক ধারণা (simple idea)। একটি মৌলিক ধারণার সঙ্গে একটি মৌলিক ইন্দ্রিয়জের পার্থক্য হল, মৌলিক ধারণা মৌলিক ইন্দ্রিয়জের পরে চেতনায় আবির্ভূত হয় এবং তার তুলনায় অস্পষ্ট ও ক্ষীণ ; স্মৃতির ধারণার ক্ষেত্রে কম অস্পষ্ট, কল্পনার ক্ষেত্রে অধিকতর অস্পষ্ট। কোন ব্যক্তি একটি পাহাড়ের

ইন্দ্রিয়জ এবং ধারণা—মৌলিক এবং যৌগিক

উপর দাঁড়িয়ে একটি শহর পরিদর্শন করল এবং শহরের অট্টালিকা পথঘাট সব মিলিয়ে শহরের যে প্রত্যক্ষণ তা হল যৌগিক ইন্দ্রিয়জ (complex impression)। পরে যখন সে সেই শহর সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে তাকে স্মৃতিতে পুনরুৎপাদিত করল তখন তার সেই প্রত্যক্ষণ হল যৌগিক ধারণা (complex idea)। এক্ষেত্রে যৌগিক ধারণাটি যৌগিক ইন্দ্রিয়জ থেকে লব্ধ।

একটি যৌগিক ধারণাকে, সংবেদন বা অন্তর্দর্শন যারই হোক না কেন, যৌগিক ইন্দ্রিয়জের অনুলিপি বা নকল হতে হবে এমন কোন কথা নেই। কোন ব্যক্তি যখন 'সোনা' এবং 'পাহাড়', এ দুটিকে প্রত্যক্ষ করে, তখন উভয়ের মৌলিক ইন্দ্রিয়জ লাভ

করে। এই দুটি ইন্দ্রিয়জকে কল্পনা ও স্মৃতির সাহায্যে একত্রে যুক্ত করে সে 'সোনার পাহাড়ের' যৌগিক ধারণা (complex idea) লাভ করতে পারে, যদিও এই যৌগিক ধারণার কোন যৌগিক ইন্দ্রিয়জ (complex impression) সে পূর্বে লাভ করেনি। কাজেই এমন কথা বলা চলে না যে প্রতিটি ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে এমন অবিকল ইন্দ্রিয়জের অস্তিত্ব থাকবেই। অবশ্য এই প্রকার যৌগিক ধারণার ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক উপাদানগুলি মৌলিক ইন্দ্রিয়জের অনুলিপি বা নকল, যে ইন্দ্রিয়জের প্রত্যক্ষণ পূর্বে কোন না কোন সময়ে ঘটেছে। আমাদের কল্পনা যতই সৃষ্টিক্ষম হোক না কেন, বাস্তব অভিজ্ঞতার সীমা কখনও অতিক্রম করতে পারে না।

হিউমের সিদ্ধান্ত হল, কোন মনই মৌলিক ধারণা গঠন করতে পারে না, যে ধারণার অনুরূপ ইন্দ্রিয়জের পূর্ব থেকে কোন অস্তিত্ব নেই। মন কোন যৌগিক ধারণা গঠন করতে পারে না যদি পূর্বে তার মৌলিক ধারণা না থাকে। এর অর্থ হল সব ধারণা, সব জ্ঞানই আসে ইন্দ্রিয়জ থেকে। কোন মৌলিক বা যৌগিক ধারণার সত্যতা নির্ধারণ করতে হলে, যে ইন্দ্রিয়জগুলি থেকে সেগুলি উদ্ভূত সেগুলি আবিষ্কার করা প্রয়োজন।

## মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ ও পার্থক্য বিষয়ে হিউমের ব্যাখ্যা

হিউমের মতে আমাদের সকল প্রকার জ্ঞান আসে মুদ্রণ ও ধারণা থেকে। লক, বার্কলে প্রমুখ দার্শনিক জ্ঞানের চরম উপাদানগুলিকে ধারণা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু হিউম সেই একই অর্থ বোঝাতে 'প্রত্যক্ষ' (Perception) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হিউম স্পষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও সজীবতার মাত্রার তারতম্যের মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষণ থেকে প্রাপ্ত বিষয়কে দুইভাগে ভাগ করেছেন। তা হল—[1] মুদ্রণ বা ছাপ বা ইন্দ্রিয়জ (Impression), [2] ধারণা (Idea)।

### মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ

[1] **মুদ্রণের অপরিহার্যতা:** মুদ্রণ ছাড়া ধারণা হতে পারে না। যেখানে মুদ্রণ নেই সেখানে ধারণা নেই। যেমন—যে কখনও তাজমহল দেখেনি তার তাজমহলের ধারণা হতে পারে না। আবার যেখানে ধারণা সেখানে মুদ্রণ। যেমন—যার তাজমহলের ধারণা আছে তার মনে অবশ্যই তাজমহলের মুদ্রণ আছে।

[2] **সরল ও জটিল ধারণা:** মুদ্রণ সরল হলে ধারণাও সরল হবে। যেমন—লাল রঙের মুদ্রণ সরল। সুতরাং এর থেকে প্রাপ্ত লাল রঙের ধারণাও সরল। আবার মুদ্রণ জটিল হলে ধারণাও জটিল হবে। যেমন—কমলালেবুর মুদ্রণ জটিল তাই তার থেকে প্রাপ্ত ধারণাও জটিল।

[3] **মুদ্রণের সত্যতা:** মৌলিক ও যৌগিক ধারণার সত্যতা অনুরূপ মুদ্রণের সত্যতার ওপর নির্ভর করে। ধারণা বাস্তব হতে পারে, আবার কাল্পনিক হতে পারে। যেমন—তাজমহলের ধারণা বাস্তব। কেন-না এই ধারণার অনুরূপ বাস্তব মুদ্রণ আছে। আবার পক্ষীরাজ ঘোড়ার ধারণা অবাস্তব। কেন-না এই ধারণার অনুরূপ কোনো মুদ্রণ নেই।

[4] **বিশেষ মুদ্রণ ও ধারণা:** মুদ্রণ ছাড়া ধারণা হয় না এবং সব মুদ্রণ বিশেষ। সুতরাং বিশেষ ভিন্ন কোনো ধারণা হতে পারে না। তাই হিউম কেবল কোনো বিশেষ ধারণা স্বীকার করেন। বার্কলের মতো হিউম সামান্য ধারণা স্বীকার করেন না। কারণ সামান্য ধারণার অনুরূপ কোনো মুদ্রণ নেই।

[5] **মুদ্রণের সুস্পষ্টতা:** প্রত্যেক মুদ্রণ সুনির্ধারিত ও সুস্পষ্ট। ধারণা কোনো-না-কোনো মুদ্রণের ওপর নির্ভরশীল বলে ধারণাও সুনির্ধারিত ও সুস্পষ্ট।

## মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য

[1] **স্পষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও সজীবতার দিক থেকে পার্থক্য:** মুদ্রণ ধারণার তুলনায় বেশি প্রাঞ্জল, বেশি স্পষ্ট, বেশি সজীব।

অপরপক্ষে, ধারণা মুদ্রণের তুলনায় কম প্রাঞ্জল, কম স্পষ্ট, কম সজীব।

(2) **বাহ্য ও অন্তরের দিক থেকে পার্থক্য:** মুদ্রণ বাহ্য বা অন্তর উভয় হতে পারে। বাহ্য সংবেদন থেকে যে মুদ্রণ উৎপন্ন হয় তা বাহ্য মুদ্রণ। যেমন—আম, কাঁঠাল, লাল, নীল ইত্যাদি। আবার, অন্তর সংবেদন থেকে যে মুদ্রণ উৎপন্ন হয় তা হল অন্তর বা মানস মুদ্রণ। যেমন—সুখ, দুঃখ ইত্যাদি।

অপরপক্ষে, ধারণা সর্বদাই মানসিক। কারণ মুদ্রণকে মানসপটে উদিত করতে পারলেই ধারণার সৃষ্টি হয়। তাই ধারণা সর্বদা মানসিক।

(3) **উৎপত্তির দিক থেকে পার্থক্য:** প্রত্যক্ষণ থেকে মুদ্রণের উৎপত্তি হয়।

অপরপক্ষে, মুদ্রণ থেকে ধারণার উৎপত্তি হয়। কারণ ধারণা মুদ্রণের নকল বা প্রতিরূপ। তাই মুদ্রণ হল কারণ এবং ধারণা হল কার্য।

(4) **নির্ভরশীলতার দিক থেকে পার্থক্য:** মুদ্রণ সর্বদা সংবেদনের ওপর নির্ভরশীল। কারণ যার সংবেদন নেই তার মুদ্রণ নেই। আবার যে বস্তুর সংবেদন হয় কেবল সেই বস্তুরই মুদ্রণ হতে পারে।

অপরপক্ষে, ধারণা স্মরণ ও কল্পনার ওপর নির্ভরশীল। কেন-না স্মরণ ক্রিয়ার ফলে ধারণার অস্তিত্ব জানা যায়। তবে শুধুমাত্র সরল ধারণা মুদ্রণের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু জটিল ধারণা বা কাল্পনিক ধারণা মুদ্রণের ওপর নির্ভরশীল নয়। যেমন—অশ্বডিম্বের ধারণা আছে কিন্তু তার কোনো মুদ্রণ নেই।

[5] **মনের ক্রিয়ার দিক থেকে পার্থক্য:** মুদ্রণ গ্রহণের ক্ষেত্রে মন নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু মুদ্রণ থেকে ধারণা সৃষ্টির সময় মন সক্রিয় হয়ে ওঠে। তবে সরল ধারণা গঠনে মনের কোনো স্বাধীনতা নেই।

অপরপক্ষে, জটিল ধারণা গঠনে মনের স্বাধীনতা আছে। মন সক্রিয়ভাবে সরল ধারণাগুলিকে নানাভাবে বিন্যস্ত করে, সংযুক্ত করে জটিল ধারণা গঠন করে ও কাল্পনিক ধারণা গঠন করে। যেমন—কমলালেবুর ধারণা একটি জটিল ধারণা। কেন-না কমলালেবুর জটিল ধারণাটি তৈরি হয়েছে কমলা রং, গোলাকার, নরম স্পর্শ, টক-মিষ্টি স্বাদ ইত্যাদি সরল ধারণাগুলিকে একত্রিত করার মধ্য দিয়ে। আবার, পক্ষীরাজ ঘোড়া—এই কাল্পনিক ধারণাটি তৈরি হয়েছে পক্ষী, রাজা, ঘোড়া প্রভৃতি জটিল ও সরল ধারণা দিয়ে।

[6] **অনুরূপতার দিক থেকে পার্থক্য:** মুদ্রণ সর্বদা বাস্তবের অনুরূপ হয়। যেমন—তাজমহলের মুদ্রণ সর্বদা বাস্তবের অনুরূপ।

অপরপক্ষে, ধারণা সর্বদা বাস্তবের অনুরূপ হয় না। যেমন—পক্ষীরাজ ঘোড়ার ধারণার অনুরূপ কোনো বাস্তব বস্তু নেই।

[7] **সংজ্ঞার দিক থেকে পার্থক্য:** মুদ্রণবোধক শব্দের যথার্থ বাচনিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। যেমন—লাল, নীল প্রভৃতি মুদ্রণের বাচনিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রদর্শক সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যেমন—কেবল হাত দিয়ে কোনো লাল রঙের বস্তু দেখালেই লালের সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

অপরপক্ষে, জটিল ধারণার বাচনিক সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যেমন—পাহাড়, বৃক্ষ, মানুষ প্রভৃতির জটিল ধারণার বাচনিক সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

[8] **সরলতা ও জটিলতার দিক থেকে পার্থক্য:** সকল মুদ্রণ সরল। কারণ একটিমাত্র ইন্দ্রিয় পথে মুদ্রণ মনে আসে। মুদ্রণকে বিশ্লেষণ করলে অন্য কোনো মুদ্রণ পাওয়া যায় না।

অপরপক্ষে, ধারণা সরল হতে পারে, আবার জটিল হতে পারে। যেমন—লাল, নীল প্রভৃতি ধারণা সরল। কিন্তু আম, কাঁঠাল প্রভৃতি ধারণা জটিল।

## মুদ্রণ ও ধারণা বিষয়ে হিউমের বক্তব্যের গ্রহণযো

মুদ্রণ ও ধারণা বিষয়ে হিউমের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ করা হয়েছে—

(1) **বাস্তবসম্মত নয়:** হিউমের মতে অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করলে যে অবিভাজ্য একক পাওয়া যায় তার নাম সরল মুদ্রণ। সরল মুদ্রণ অবিভাজ্য বলে একে অভিজ্ঞতার পরমাণু বলা হয় বা মনোবৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদ বলা হয়। পরবর্তীকালে রাসেল একে যৌক্তিক পরমাণুবাদ বলেছেন। কিন্তু সরল মুদ্রণ ও সরল ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। কেন-না একটি কমলালেবুর দিকে তাকালে আমরা কি একটি সরল মুদ্রণ পাই?

(2) **বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়:** কোনো মুদ্রণকে একটি বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়রূপে চিন্তা করা অসম্ভব। যাকে আমরা সরল মুদ্রণ বা সরল ধারণা বলি, প্রকৃতপক্ষে তার আকার ও প্রকৃতি অনেকাংশে অন্যান্য ধারণার প্রভাবের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং, সরল মুদ্রণ ও সরল ধারণা জ্ঞানের মৌলিক উপাদান এ কথা ঠিক নয়।

ভেদের সাহায্যে হিউম মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে যে পার্থক্য

ঠিক নয়।

[3] **বিভ্রান্তিকর:** স্পষ্টত, বিবিক্ততা ও সজীবতার মাত্রা ভেদের সাহায্যে হিউম মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন তা বিভ্রান্তিকর। কেন-না মৃদু মুদ্রণকে আমরা ধারণা বলে ভুল করতে পারি।

[4] **সার্বিক নয়:** মুদ্রণ ছাড়া ধারণা হয় না। আবার হিউম এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম স্বীকার করেছেন। ফলে এই নিয়ম সার্বিক হতে পারে না। তাই এই উক্তি ভ্রান্ত।

[5] **গাণিতিক ধারণা, বিমূর্ত ধারণার ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ নয়:** গাণিতিক ধারণা (+, −, ×, √), যুক্তিবিজ্ঞানের বহু ধারণা (V, ⊃, ↓), বিমূর্ত ধারণা (সততা, গণতন্ত্র) প্রভৃতি কীভাবে মুদ্রণের সঙ্গে যুক্ত তা হিউম ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং, হিউমের মুদ্রণ ও ধারণাতত্ত্ব সন্তোষজনক নয়।

**মূল্যায়ন:** বুদ্ধিবাদ অনুসারে ধারণার পশ্চাতে মুদ্রণ আবশ্যিক শর্ত নয়। বুদ্ধিগম্য সহজাত ধারণাও সম্ভব। কান্ট তাঁর 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থে বলেছেন 'মুদ্রণ ছাড়া যে জ্ঞান হতে পারে না—এ কথা হিউমের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার।' এই আবিষ্কারের ফলে বুদ্ধিবাদীদের সহজাত ধারণাতত্ত্ব যে অযৌক্তিক তা জানা যায়। তা ছাড়া দ্রব্য, ঈশ্বর, আত্মা, কার্যকারণ প্রভৃতি ধারণার কোনো মুদ্রণ নেই বলে হিউম এইগুলিকে অস্বীকার করেছেন, অধিবিদ্যা অস্বীকার করেছেন।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ